জীবন বৃত্তান্ত

নাম	:	**রাশেদা খালেক**
মাতার নাম	:	মোসা. হালিমা খাতুন (মরহুমা)
পিতার নাম	:	আলহাজ রমজান আলী (মরহুম)
জন্ম স্থান	:	ডিগ্রিচর, সিরাজগঞ্জ
জন্ম তারিখ		২৭ জানুয়ারী ১৯৪৫
স্বামীর নাম	:	প্রফেসর ড. আবদুল খালেক সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান উপাচার্য, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ চেয়ারম্যান, শিক্ষা ও মানবসম্পদক বিষয়ক উপ-কমিটি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, রাজশাহী জেলা শাখা প্রেসিডিয়াম সদস্য, বঙ্গবন্ধু পরিষদ কেন্দ্রীয় কমিটি, ঢাকা
বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা	:	৪৩ রাশেদা কুঞ্জ, মির্জাপুর, বিনোদপুর বাজার, মতিহার, রাজশাহী
জাতীয়তা	:	বাংলাদেশী (জন্মসূত্রে)
ধর্ম	:	ইসলাম
ফোন ও ই-মেইল	:	০১৭৫২-০০৩৯০৬, khalequerasheda@gmail.com
শিক্ষাগত যোগ্যতা	:	এম.এ. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২)

শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা:

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নার্সারী ও জুনিয়র স্কুল, প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষা, ৫.৩.৮৬-২০.৭.৯৪।
আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, শ্যামপুর, রাজশাহী, প্রভাষক/সহ-অধ্যাপক, ২৮.৫.৮৮-২৭.০১.২০০৫।
আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, খণ্ডকালীন অধ্যাপক, ২০০৫–২০০৬।
আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, শ্যামপুর, রাজশাহী, খণ্ডকালীন অধ্যাপক (অবৈতনিক, স্বেচ্ছাশ্রম), ২০০৫-২০০৯।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান:

প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষা (অব.), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নার্সারী ও জুনিয়র স্কুল (বর্তমানে শেখ রাসেল মডেল স্কুল)।
সহকারি অধ্যাপক (অব.), আদর্শ ডিগ্রী কলেজ, রাজশাহী।
খণ্ডকালীন অধ্যাপক, আমেরিকা-বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী শাখা।
উদ্যোক্তা এবং প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী।

মুক্তিযুদ্ধঃ

মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে ৩১শে মার্চ হতে ৩রা এপ্রিলের মধ্যে রাজশাহীতে বাঙালি ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও ছাত্র-জনতার এক সম্মিলিত শক্তিশালী বাহিনী গড়ে ওঠে। এই বাহিনী পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং এক পর্যায়ে ঘেরাও করে ফেলে। এই দিনগুলিতে সম্মিলিত বাহিনীর খাবার সংগ্রহ করা হচ্ছিল ঘরে ঘরে থেকে। ৩১ মার্চ থেকে ৪ এপ্রিল এই পাঁচদিন ছাত্রলীগের ছেলেরা এসে আমার বাসা থেকে খাবার নিয়ে যায়। খাবার বলতে ৪০/৫০টি রুটি, সুজির হালুয়া এবং আলু ভাজি। খাবার তৈরিতে আমাকে সাহায্য করেছে গৃহ পরিচারিকা হাওয়া বিবি।

অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধ করবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করে পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় দিয়ে, খাবার দিয়ে এবং টাকা পয়সার অভাবে হাতের সোনার গহনা দিয়ে যেমন সাহায্য করেছি তেমনি প্রয়োজনে তাদের অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছি। সময়মত আবার তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি। আমাদের পরিবার থেকে আমার বড় ভাসুর প্রফেসর মযহারুল ইসলাম (সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং আমার খালাত তিন ভাই গোলাম মোস্তফা (প্রধান শিক্ষক, আশরাফ টেক্সটাইল মিলস হাইস্কুল, ঢাকা), শরীফুল ইসলাম ও কুয়াতুল ইসলাম (রাবি বাংলা বিভাগের ছাত্র) মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলো। আমাদের শাহজাদপুর, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ এলাকার মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা লতিফ মির্জা।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ বিজয়ের দিনটিতে আমার হাতে সেলাই করা জাতীয় পতাকা প্রথম চরনবীপুরে উত্তোলন করা হয়। এ আমার আনন্দ, এ আমার সৌভাগ্য, এ আমার গর্ব।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাঃ

১. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় নার্সারী ও জুনিয়র স্কুল (শেখ রাসেল মডেল স্কুল) প্রতিষ্ঠাঃ

১৯৮৬ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় রাবি নার্সারী স্কুল। সেই সময় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল হতে শিশু শ্রেণি উঠে যাওয়ায় ক্যাম্পাসে একটি নার্সারী স্কুল খোলা হয়। স্কুলের অধ্যক্ষ'র দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়। চারজন শিক্ষক এবং বিশজন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১৯৮৬ সালের ৯ মার্চ রাবি প/৫২/এফ মহিলা ক্লাব ভবনে নার্সারী স্কুলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। শূন্য হাতে স্কুলের দায়িত্ব নিতে হয়। শূন্য হাতে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যে কত কঠিন কাজ তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। তবে বিস্ময়ের সাথে এও লক্ষ্য করেছি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভালো কাজে হাত দিলে তা কখনও থেমে থাকে না। স্কুল গড়ার ব্রত আমার বুকে। রোকেয়ার আদর্শ ও চেতনা আমার অন্তর জুড়ে। তাই স্কুল গড়ার মহান দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে আমি আপ্রাণ চেষ্টা ও সংগ্রাম করে গেছি। গভীর মমতা এবং ভালোবাসা দিয়ে স্কুলে কাজ করে গেছি। অচিরেই স্কুলের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে এবং স্কুলটিকে প্রথম শ্রেণির নার্সারি স্কুলে পরিণত করতে সক্ষম হই। দীর্ঘ নয় বছরের সেবা দিয়ে গড়ে তুলেছি এর শক্ত ভিত এবং মজবুত ফান্ড। আমার আনন্দ স্কুলটি আজ আপন মহিমা নিয়ে সগৌরবে 'শেখ রাসেল মডেল স্কুল' নামে রাবি চত্বরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে ১৭জন শিক্ষক, ৩৮০জন ছাত্র-ছাত্রী এবং ৭জন কর্মচারি নিয়ে শেখ রাসেল মডেল স্কুলটি সামনের পানে এগিয়ে চলছে। আমরা যে সব শিশুদের পড়িয়েছি তারা এখন দেশে বিদেশে সুনামের সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত। এখানেই আমার আনন্দ এখানেই আমার সাফল্য।

২. নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী প্রতিষ্ঠাঃ

আদর্শ ডিগ্রি কলেজের শিক্ষকতা থেকে ২০০৫ সালে অবসরগ্রহণ করলেও শিক্ষার অঙ্গন থেকে আমার পক্ষে শেষ পর্যন্ত অবসর গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি। আমি গভীর উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করেছিলাম রাজশাহী মহানগরকে

শিক্ষা নগরী হিসেবে উল্লেখ করলেও উচ্চশিক্ষার জন্য এখানে কোন বৈধ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় নি এবং শিক্ষাবিদদের দ্বারা কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আমার স্বামী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য। সারাজীবন তিনিও শিক্ষকতার সাথে জড়িত আছেন। বর্তমানে বাংলাদেশ আওয়ামীলীপের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উপ কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। আমি তাই প্রফেসর ড. আবদুল খালেক সাহেবের সাথে পরামর্শ করে রাজশাহী মহানগরে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করি। উদ্যোক্তা হিসেবে আমার নাম দিয়ে একটি প্রজেক্ট তৈরি করা হয়। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয় 'নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি'। ২০১৩ সালে রাজশাহী মহানগরীর বুকে এই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার মান বজায় রেখে উত্তরবঙ্গ তথা সমগ্র দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ মোতাবেক ৮ বছরের মাথায় রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মধ্যে নাটোর রোড সংলঙ্গ চৌদ্দপাই পরগনায় প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশে রিশ্ববিদ্যালয়টির স্থায়ী ক্যাম্পাস গড়ে তোলা হয়েছে। কাজ অব্যাহত রয়েছে।

সাহিত্যচর্চাঃ

একক গ্রন্থঃ

১. 'অন্তরে অনির্বাণ' গল্পগ্রন্থ ২০০২, প্রকাশক– তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
২. 'আমার দেখা জেনেভা ও প্যারিস' ভ্রমণ কাহিনী ২০১০, প্রকাশক– সিকদার আবুল বাশার, গতিধারা, ৩৮/২ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
৩. 'একাত্তরের বীরাঙ্গনা' গল্পগ্রন্থ ২০১৩, প্রকাশক– গোলাম মোস্তফা, হাক্কানী পাবলিশার্স, মমতাজ প্লাজা, ধানমণ্ডি, ঢাকা-১২০৫।
৪. 'কান পেতে রই' কাব্য ২০১৪, প্রকাশক– ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।
৫. 'একান্ত জীবনে আপন ভুবনে রবীন্দ্রনাথ' জীবনী গ্রন্থ ২০১৬, প্রকাশক- রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল, নালন্দা, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
৬. 'স্বর্গ ছোঁয়া ভূমি' ভ্রমণ কাহিনি ২০২০, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।
৭. 'বৈশ্বিক নারীবাদী আন্দোলনের রূপরেখা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন' (গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ গ্রন্থ), অমর একুশে বইমেলা ২০২১, নবান্ন প্রকাশনী, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ২য় তলা, ঢাকা।

সম্পাদিত গ্রন্থঃ

১. 'আপন ভুবনে বৈরী বাতাস' গল্পসংকলন ২০০৮, প্রকাশক– বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।
২. 'একাত্তরের আঙিনায়' গল্পসংকলন ২০১০, প্রকাশক– বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।
৩. 'অন্তর সুবাস' কাব্য সংকলন ২০১২, প্রকাশক– বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।
৪. 'রাজশাহীর সাহিত্যাঙ্গনে আলোকিত নারী' জীবনীগ্রন্থ ২০১৪, প্রকাশক– বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।
৫. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ রাজশাহীর '৩২তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও সম্মেলন স্মারক গ্রন্থ ২০১৫' প্রকাশক– বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।

৬. 'আটপৌরে গপ্‌পো' গল্প সংকলন ২০১৫, প্রকাশক– ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী, উত্তরণ অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, রাজশাহী।
৮. 'ভুবনের ঘাটে ঘাটে' ভ্রমণ কাহিনী, প্রকাশকাল-অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৮,গ্রন্থসত্ত্ব-বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, প্রকাশক-তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
৯. 'ছায়াতলে গড়েছি বসতি' গল্পসংকলন, প্রকাশকাল-অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৮,গ্রন্থসত্ত্ব-সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী, প্রকাশক-তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
১০. প্রফেসর আবদুল খালেক আশি বছর পূর্তি সংবর্ধনা গ্রন্থ- প্রকাশকাল একুশে গ্রন্তমালা ২০১৮, প্রগতি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন ২২/১ , তোপখানা রোড, ঢাকা- ১০০০
১১. 'আমার বিয়ে' (জীবনী গ্রন্থ), গ্রন্থসত্ত্ব-বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, প্রকাশকাল- অমর একুশে গ্রন্থমেলা-২০১৯, প্রকাশক-তোফাজ্জল হোসেন, বিশ্বসাহিত্য ভবন, ৩৮/৪ বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০।
১২. 'আমার শৈশব' (জীবনী গ্রন্থ), গ্রন্থসত্ত্ব- সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী, প্রকাশকাল- মার্চ ২০১৯, প্রকাশক- সতীর্থ প্রকাশনা, মনিবাজার, রাজশাহী।
১৩. শব্দবৃক্ষে জোসনা ফুল, প্রকাশক- সতীর্থ প্রকাশনা, মণিবাজার, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ২০২০।
১৪. ঝরা পাতার করুণ কান্না, গ্রন্থসত্ত্ব কবি মনোয়ারা বেগ, প্রকাশক– অগ্রণী অফসেট প্রিন্টার্স, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফেব্রুয়ারি ২০২০।
১৫. অপেক্ষার আঁচল, গ্রন্থসত্ত্ব-বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, প্রকাশক- পৃথিকা প্রকাশনী, মার্চ ২০২৩।

এছাড়া বিভিন্ন গুণীজনদের স্মরণে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থে তাঁর অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

যৌথ প্রকাশনা গ্রন্থ: ৭০টি

পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন ম্যগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধ সংখ্যা: ১০৫টি

লিখবার বিষয়:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাণী রাসমণি, চন্দ্রাবতী, নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, লীলা রায়, সরলা দেবী চৌধুরানী, অ্যানি বেসান্ত, মাতঙ্গিনী হাজরা, আরব নারীবাদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব, জাতীয় নেতা শহীদ এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম, প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার, মনোরমা বসু, ইলা মিত্র, প্রফেসর মযহারুল ইসলাম, জোবেদা খানম চৌধুরী, প্রফেসর এবাদত হোসেন মোল্লা, প্রফেসর আলী আনোয়ার, প্রফেসর আতফুল হাই শিবলী, বেগম বদরুন্নেসা আহমদ, নূরজাহান বেগম, নূরজাহান মুর্শিদ, সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন, সৈয়দা সাজেদা চেধুরী, আয়সা খানম, নোবেল বিজয়ী মালালা ইউসুফজাই, প্রফেসর শাহিদা পারভিন লিলি, প্রফেসর অনীক মাহমুদ, শেখ রাসেল প্রমূখ।

ভ্রমণ কাহিনী:

১. কাশ্মীর দেখে এলাম, ভারত বিচিত্রা, ১৯৮২।
২. শান্তি নিকেতন ঘুরে এলাম, ভারত বিচিত্রা, ১৯৮৩।
৩. দার্জিলিংয়ে কয়েকদিন, ভারত বিচিত্রা, ১৯৮৪।
৪. অস্ট্রেলিয়ার 'জেনোলেন কেভস আশ্চর্য এক জগৎ' (*পথ আমার সাথী* গ্রন্থ ও দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত), দৈনিক সোনার দেশ ঈদসংখ্যা- ২০১১।

গবেষণাধর্মীঃ

১. মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের ভূমিকা, দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা, কুষ্টিয়া- ২২-৩-১২। তথ্যসূত্রঃ শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা রা.বি ও বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক পত্র-পত্রিকা।
২. সমাজ গঠনে রাজশাহীর নারীদের অবদান, বরেন্দ্রর বাতিঘর-অগ্রযাত্রার ৫ বছর, ৯-৫-২০১৩। তথ্যসূত্রঃ বিভিন্ন গ্রন্থ,পত্র-পত্রিকা ও সমাজসেবীদের নিজস্ব প্রতিবেদন। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৮-২৯২ পর্যন্ত।
৩. রোমেনা আফাজ, 'সাহিত্যে অর্জন : বাংলাদেশের নারী'- বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ঢাকা (১ম খণ্ড), মার্চ ২০১৩। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩৪ হতে২৪৮ ।
৪. মখন্দকার জাহানারা বেগম (জ্যোস্না), 'সাহিত্যে অর্জন : বাংলাদেশের নারী' বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ঢাকা (২য় খণ্ড), ফেব্রুয়ারি ২০১৪। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮০-১৯৭।
৫. মহান ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহীর নারীরা, দৈনিক সোনালী সংবাদ, ৩-২-১৪। শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা রা.বি ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা।
৬. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী সমাজের অবদান, দৈনিক সোনার দেশ, ২৬-৩-১৪। শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা রা.বি ও জাতীয় পত্র-পত্রিকা।

জাতীয়ঃ

১. 'একুশ আসে সম্ভাবনার দুয়ার খুলে', দৈনিক সোনার দেশ, ২১-২-১১।
২. স্বাগত হে পহেলা বৈশাখ, দৈনিক সোনালী সংবাদ, ১৪-৪-১১।
৩. বাংলা ভাষার নব সম্ভাবনা, দৈনিক সোনালী সংবাদ, ২১-২-১৪।
৪. পহেলা বৈশাখ বাঙালির প্রাণের উৎসব, দৈনিক সোনালী সংবাদ, ১৪-৪-১৪।
৫. মাহে রমযান ও ঈদুল ফিতর, দৈনিক সোনালী সংবাদ, ৮-৮-১৩।
৬. রমযানের তাৎপর্য ও ঈদ আনন্দ, নন্দিনী ঈদ সংখ্যা, ২০১৪।

মুক্তিযুদ্ধঃ

১. মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজের ভূমিকা, দৈনিক সোনার দেশ, ২৬ ও ২৭ মার্চ ২০১২।
২. বাংলাদেশের বিজয়ে বিদেশি নাগরিকদের ভূমিকা, দৈনিক সোনার দেশ, ১৬-১২-২০১৩।
৩. শুধিতে হইবে ঋণ, দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা, কুষ্টিয়া, ০১-২-২০১৪।
৪. ভাষা আন্দোলন ও রাজশাহীর নারী সমাজ, দৈনিক সোনালী সংবাদ, ২১-২-২০১৪।

আন্তর্জাতিকঃ

১. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বাংলাদেশের নারী, দৈনিক উপাচার, ৮ মার্চ ২০০৩।
২. সিডও সনদ এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, দৈনিক সোনার দেশ, ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৩।
৩. আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট, দৈনিক সোনার দেশ, ৮ মার্চ ২০১৪।

(ষাটের দশক থেকে লেখালেখি করে আসছি। আমার লেখাগুলো দৈনিক পূর্বদেশ, দৈনিক জনপদ, দৈনিক সংবাদ, দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক বার্তা, দৈনিক জনকণ্ঠ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক সোনার দেশ, দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা, দৈনিক উপাচার, সাপ্তাহিক রোববার, ভারত বিচিত্রা এবং নন্দিনী সহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কিছু লেখা গ্রন্থিত হয়েছে, কিছু লেখা অগ্রন্থিত রয়ে গেছে। সংরক্ষণের অভাবে অনেক লেখা হারিয়ে যাওয়ায় তালিকাভুক্ত করা গেল না।)

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহীঃ

১. গ্রন্থনা ও পরিচালনা, শিশুমেলা, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী, ১৯৮২-অদ্যাবধি।

২. পরিচালনা- বিভিন্ন জাতীয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবস, শেখ রাসেলের জন্মদিন ইত্যাদি।

৩. সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক কথিকা প্রচার, মহিলা জগত, বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী।

৪. গোষ্ঠী ভিত্তিক সাহিত্য আসর পরিচালনা।

সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাঃ

১. তিলোত্তমা সাহিত্য পরিষদ, দৈনিক বার্তা, রাজশাহী, প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভানেত্রী, ১৯৮৬-১৯৮৯

২. ঘরোয়া সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংঘ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, নির্বাহী পরিচালক, ১৯৮১-১৯৯৩

৩. বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী, প্রতিষ্ঠাতা যুগ্ম সম্পাদক, ১৯৮১- / সভানেত্রী, ২০০৭-অদ্যাবধি

৪. নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র, রাজশাহী, উপদেষ্টা, ১৯৯৮-অদ্যাবধি

৫. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় মহিলা ক্লাব, সাধারণ সম্পাদক / সভানেত্রী / সদস্য -১৯৮৩ হতে ২০১০া

৬. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, আহ্বায়ক / সাধারণ সম্পাদক / সহ-সভানেত্রী, কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সভাপতিও সভানেত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা।

৭. বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা, উপদেষ্টা, ২৭.৩.২০০৪-অদ্যাবধি

৮. ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, বিনোদপুর, রাজশাহী, সভানেত্রী, ২০০৪-অদ্যাবধি

৯. দৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, রাজশাহী, উপদেষ্টা, ২০১০-অদ্যাবধি

১০. সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী, সভানেত্রী, ২০১৩-অদ্যাবধি

১১. মহানগর আওয়ামী লীগ, রাজশাহী, উপদেষ্টা, ২৫-১০-২০১৪ হতে অদ্যাবধি

১২. বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি, রাজশাহী শাখা, জীবন সদস্য, ২০১৬-অদ্যাবধি

১৩. সিনিয়র সিটিজেন ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েসন, রাজশাহী, জীবন সদস্য, ২০১৬-অদ্যাবধি

১৪. বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জীবন সদস্য, ২০১৬-অদ্যাবধি

পুরস্কার/ সম্মাননা/ পদক প্রাপ্তিঃ

১. অমর একুশে ফেব্রুয়ারি এবং আমাদের করণীয়– ১ম স্থান, আয়োজনে: তিলোত্তমা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮১

২. নারী মুক্তি আন্দোলন ও বেগম রোকেয়া– ২য় স্থান, আয়োজনে: বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা, ১৯৮৩

৩. ছোটগল্প: 'বানে ভাসা ভালোবাসা'– ১ম স্থান, আয়োজনে: নন্দিনী সাহিত্য পাঠচক্র, ঢাকা, ২০০২

৪. ছোটগল্প: 'বুটের আওয়াজ'– ১ম স্থান, আয়োজনে: নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র, ঢাকা, ২০০৪

৫. বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সংগঠক হিসাবে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বেগম রোকেয়া সন্মাননা' ২০১০, বাংলাদেশ শিক্ষা পর্যবেক্ষক সোসাইটি, ঢাকা

৬. সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য 'সাহিত্য স্মারক সন্মাননা', রাজশাহী লেখক পরিষদ–২০১০

৭. গুণীজন সংবর্ধনা ও সাহিত্য স্মারক সম্মাননা-২০১২, বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, ঢাকা

৮. সাহিত্য পদক-২০১২, নন্দিনী সাহিত্য ও পাঠচক্র, ঢাকা

৯. কবি ও সংগঠক হিসাবে ' গুণীজন সম্মাননা' রানার লেখক সম্মেলন-২০১৫, রাজশাহী সাহিত্য পরিষদ

১০. সাহিত্য পদক-২০১৫,বাংলাদেশ লেখিকা সংঘ, রাজশাহী

১১. সাহিত্যে অবদানের জন্য 'কবি আবুল ক্বাহিম কেশরী (কাব্য বিনোদ) সাহিত্য পুরস্কার'২০১৫, প্রদীপ্ত সাহিত্যাসর কেশরহাট

১২. সাহিত্যে অবদানের জন্য 'সম্মাননা স্মারক' ২০১৫,ধানসিঁড়ি সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী

১৩. সাহিত্যে অবদানের জন্য 'সম্মাননা স্মারক' ২০১৫,সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র ,এন বি আই. ইউ রাজশাহী

১৪. সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অবদান স্বরূপ জাতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত সন্মিলন পরিষদ সিরাজগঞ্জ, 'সম্মাননা স্মারক'-২০১৫ প্রদান করেন।

১৫. সাহিত্যে অবদান ও কীর্তির জন্য 'বিজয় কেতন সম্মাননা'-২০১৬, নন্দন সাহিত্য একাডেমি ও শিশু ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

১৬. 'সম্মাননা স্মারক-২০১৭', হলি ল্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর।

১৭. 'আজীবন সম্মাননা'-২০১৭, বাংলা বিভাগ অ্যালামনাই, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

১৮. শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ অবদানের জন্য 'হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্মৃতি সম্মাননা'-২০১৭, সোনার বাংলা সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশন-ঢাকা

১৯. 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা স্মারক-২০১৮', শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরীতে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে, উদ্যোগে- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায়- জেলা প্রশাসন, রাজশাহী

২০. 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা স্মারক-২০১৮', শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরীতে রাজশাহী জেলা পর্যায়ে, উদ্যোগে-মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায়- জেলা প্রশাসন, রাজশাহী

২১. 'শ্রেষ্ঠ জয়িতা সম্মাননা স্মারক-২০১৯', শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ক্যাটাগরীতে রাজশাহী বিভাগীয় পর্যায়ে, উদ্যোগে- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সহযোগিতায়- জেলা প্রশাসন, রাজশাহী

২২. সাহিত্যে অবদানের জন্য 'দৃষ্টি সাহিত্য সংসদ আজীবন সম্মাননা, ৩৩শ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও সাহিত্য সম্মেলন-২০২২, দৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, রাজশাহী।

সেমিনার/সম্মেলনঃ

১. ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ফোকলোর সোসাইটি আয়োজিত সেমিনার ও সম্মেলনে প্রফেসর খালেকের সহধর্মিনী হিসাবে যোগ দেবার সুযোগ হয়েছে।

২. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ আয়োজিত ২০১৩ সালের ১৯-২২ নভেম্বর চারদিনব্যাপী তয় আন্তর্জাতিক বঙ্গবিদ্যা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে বেগম রোকেয়ার উপর একটি সেশনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করি।

৩. বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, ঢাকা আয়োজিত জাতীয় পরিষদ সভায় ৬ বার অংশগ্রহণ করেছি। এবং বিশেষ বিশেষ অধিবেশনে মডারেটর, ফেসিলেটরের দায়িত্ব পালন করেছি।

৪. রাজশাহী, ঢাকা এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন সাহিত্য সংগঠন আয়োজিত সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছি এবং বিশেষ অতিথি, প্রধান অতিথি ও সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছি।

৫. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বাবদ্যালয় ত্রিশালে ২০১০ সালে নজরুল জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করি এবং বক্তব্য রাখি।

বিদেশ ভ্রমণঃ

ভারত, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড ও অষ্ট্রেলিয়া।

সন্তানঃ

তিন কন্যা এক পুত্র। সন্তানেরা সকলেই দেশে বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত।

১ম কন্যাঃ ফারহানা শাওন
এম.এস, জিওফিজিক্স, মস্কো
জেনারেল ম্যানেজার, পেট্রোবাংলা, ঢাকা

২য় কন্যাঃ প্রফেসর ড. ফারজানা নিক্কন
পিএইচ.ডি., রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৩য় পুত্রঃ ফয়সাল খালিদ (শুভেচ্ছা)
এম.বি.এ. মার্কেটিং, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
এম.বি.এ. হিসাব বিজ্ঞান, অস্ট্রেলিয়া
এম.আই.টি, অস্ট্রেলিয়া
সিডনীতে একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফার্মে কর্মরত

৪র্থ কন্যাঃ ফারাহ দীনা গুঞ্জন
এম.এ বাংলা (১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান)
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
পিএইচ.ডি. পর্যায়ে গবেষণারত।

(অধ্যাপক রাশেদা খালেক)
চেয়ারম্যান
বোর্ড অব ট্রাস্টিজ
নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
রাজশাহী